যুগান্তর
6 JUL 2000

উচ্চ শিক্ষার জন্য ৫৫০ কোটি টাকা ঋণ নিচ্ছে সরকার

মুসতাক আহমদ/রবিউল ইসলাম

উচ্চশিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বিশ্বব্যাংক থেকে প্রায় সাড়ে ৫'শ কোটি টাকা ঋণ নিচ্ছে। এ অর্থ দেশের সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) প্রাতিষ্ঠানিক, একাডেমিক ও গবেষণার উন্নয়নে ব্যয় করা হবে। সরকারি ও দাতাগোষ্ঠীর অর্থে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনার নজির রয়েছে। তবে এই প্রথম, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকার আর্থিক সহায়তা দিতে যাচ্ছে। উচ্চশিক্ষার নামে ঋণ নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থ দেয়ার এ সরকার : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ২

সরকার : উচ্চ শিক্ষার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সরকারি চিন্তাভাবনায় সংশ্লিষ্টদের মাঝে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চহারে ফি-বেতন নিচ্ছে। হাতে গোনা দু'একটি ছাড়া বেশির ভাগই বলতে গেলে ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালিত হচ্ছে। তার প্রশ্ন, এ অবস্থায় যে ঋণের অর্থ জনগণকে পরিশোধ করতে হবে, তা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে ব্যয় করা হবে কেন। এরচে' বরং সরকার দেশের পুরণো ১৯টি জেলায় ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ঋণ নেয়ার ব্যাপারে সরকার ইতিমধ্যে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। আজ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের একসভায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে ঋণ দেয়া যুক্তিযুক্ত হবে কি না, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য বৈঠকে বসছে। ওই সূত্র আরও জানায়, 'উচ্চশিক্ষার মানউন্নয়ন প্রকল্প' নামে বিশ্বব্যাংক থেকে নেয়া হচ্ছে এই ঋণ। মোট অর্থের প্রায় দু'শ কোটি টাকা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও মঞ্জুরি কমিশনের দক্ষতা বৃদ্ধির কাজে ব্যয় হবে। বাকি সাড়ে ৩'শ কোটি টাকা ব্যয় হবে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক উন্নয়ন ও গবেষণায় (ক্যাপাসিটি বিল্ডিং)।

ঋণের প্রকল্প প্রস্তাবনায় (প্রজেক্ট প্রোপোজাল) সরকার বলেছে, মূলত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্রছাত্রী বা গ্রাজুয়েটদের জাতীয় উৎপাদন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দেশের উন্নয়নের উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে একাডেমিক এবং গবেষণা খাতে অর্থায়ন করা হবে। অর্থ পেতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে।

ঋণের শর্ত অনুযায়ী বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির ৯টি বিষয়ের অর্থ দেয়া হবে। বিষয়গুলো হচ্ছে— ফিজিক্যাল, বায়োলজিক্যাল এবং আর্থ-সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, কৃষি, কলা, মানবিক এবং সামাজিক বিজ্ঞান ও বিজনেস স্টাডিজ এবং আইন। শর্ত অনুযায়ী শিক্ষাউন্নয়ন এবং এমফিল-পিএইচডির গবেষণায় অর্থ দেয়া হবে। অথচ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল-পিএইচডি গবেষণা নেই।

ওদিকে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে আর্থিক সুবিধা দেয়া হলেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রকল্প থেকে কোন অর্থ পাবে না। অথচ এখনও দেশের উচ্চশিক্ষার প্রায় ৮৫ ভাগই প্রদান করছে তারা। এব্যাপারে প্রকল্প প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, অধিভুক্ত কলেজ ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এই ঋণ থেকে কোন সহায়তা পাবে না।

দেশে বর্তমানে ২৭টি পাবলিক এবং ৫৬টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অধিকাংশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আর্থিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। আর প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে রয়েছে শিক্ষার নামে অবাধ বাণিজ্যের। গত গুরুবার টিএসসিতে এক অনুষ্ঠানে ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে বলেন, সেখানে ভয়াবহ নৈরাজ্য চলছে। তিনি যেখানে হাত দিচ্ছেন, সেখানে আঁতকে উঠছেন। প্রায় সর্বত্র একটি আতঙ্কজনক অবস্থা চলছে।

টিআইবি'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ বলেন, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে ঋণ দেয়াটা যুক্তিযুক্ত হবে না। কেননা, তারা দরিদ্র মানুষের সন্তানদের পড়ার সুযোগ দিচ্ছে না। অথচ এই ঋণ খেটে মানুষকেই পরিশোধ করতে হবে। সরকারের উচিত হবে, এই অর্থ দিয়ে দেশের পুরণো জেলায় পুরণো সরকারি কলেজগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নীত করা।